দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 21 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি' শুরুতেই আন্দোলনের মুখে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বিধাদ্বন্দ্বে

মহিউদ্দিন আহমেদ ॥ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির লেখাপড়া চালুর তিন মাসের মাথায় এসে টানাপোড়নে পড়েছে শিক্ষা পদ্ধতিটি। সম্প্রতি কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছে। খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে তাদের আন্দোলন দেখে। যার ফলে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির লেখাপড়া চালুর তিন মাসের মাথায় ৩১ মার্চ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মতবিনিময়সভার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। চলমান কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতি বাতিল হলে একটি সিন্ডিকেটের লাভ হবে প্রায় ১০ কোটি টাকা। অন্যদিকে এটি পিছিয়ে গেলে সরকারের ক্ষতি হবে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। পরিবর্তিত মূল্যায়ন পদ্ধতির লেখাপড়ায় আগের মতোই প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হবে। শুধু পার্থক্য হবে প্রশ্নের ধরন ও গঠনের। তিন মাস ধরে চলে আসা নতুন এ শিক্ষা পদ্ধতি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃষ্টি হবে ধূম্রজালের। একই কারণে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলেও ধারণা করছে সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, সরকারের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি শিক্ষা বর্ষ থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতির লেখাপড়া চালু করেছে। নয়া মূল্যায়ন শিক্ষা ব্যবস্থায় গত তিন মাস ধরে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে আসছে। ইতোমধ্যে ৮৮

(৩ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

মতবিনিময়সভা ডেকেছে ৩১ মার্চ

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন

(১২-এর পাতার পর)

হাজার শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ওই সব শিক্ষক নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানও শুরু করেছেন। কিন্তু হঠাৎ একটি সিন্ডিকেট চলমান পদ্ধতি বাতিলের জন্য আন্দোলন শুরু করেছে। তারা সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয় শহীদ মিনারসহ রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় মানববন্ধনসহ নানা কর্মসূচী পালন করে আসছে। সূত্রে জানা গেছে, বাংলাবাজারের কিছু বই ব্যবসায়ী এই আন্দোলন করাচ্ছে।

আন্দোলন করে ২০১০ সাল থেকে এই শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করা গেলে তারা বিক্রি করতে পারবে তাদের জমে থাকা পুরনো বোর্ড বইগুলো। একই সঙ্গে সুযোগ পাবে নকল বই ছেপে বাজারজাত করার। যার ফলে তাদের লাভ হবে কোটি কোটি টাকা। আর এনসিটিবির ক্ষতি হবে বই মুদ্রণ বাবদ খরচ হওয়া ৮০ কোটি টাকা।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত বাংলাদেশ অভিভাবক ফোরামের আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট আবেদ রাজা জনকণ্ঠকে বলেন, আমরাও চাই অবকাঠামো প্রশ্ন পদ্ধতির লেখাপড়া চালু হোক। কিন্তু এর জন্য সরকারের যতটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল ততটুকু প্রস্তুতি তারা নেয়নি। তাই সরকার যেন শিক্ষার্থী শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতন করেই এ পদ্ধতি চালু করে সেজন্য আমরা আন্দোলন করছি। তবে উদ্যোগটি মহৎ এবং যুগোপযোগী বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁদের আন্দোলনের পিছনে কোন সিন্ডিকেটের ইন্ধন আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা বিবেকের ইন্ধনে আন্দোলন করছি। চলমান পদ্ধতি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। তবে এই আন্দোলন যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক করছে তা আন্দোলন দেখে বোঝা যায়। এখনও অভিভাবক ফোরাম তাদের আন্দোলন ঢাকার বাইরে নিতে পারেনি। তাদের এই আন্দোলন শুধু রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বেশিরভাগ সাধারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এ নিয়ে তেমন কোন মাথাব্যথা নেই বলে জানা গেছে। বরং সচেতন শিক্ষা ও অভিভাবকরা এই পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করছেন।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবির) চেয়ারম্যান প্রফেসর মহির উদ্দিন জনকণ্ঠকে বলেন, যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের ক্রমশ মুখস্থবিদ্যার চলমান ধারা থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে তাদের যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ করে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে নতুন কোন কিছু করতে চাইলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম ভয়ভীতি সৃষ্টি হয়। কোন কারণে চলমান শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করা হলে অর্থনৈতিক ক্ষতিসহ এনসিটিবি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে বলে তিনি জানান। সূত্র মতে, পরিবর্তিত মূল্যায়ন পদ্ধতি লেখাপড়ায় আগের মতোই প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হবে। তবে পার্থক্য হবে প্রশ্নের ধরন এবং গঠনে। এতে প্রশ্নপত্রের দু'টি অংশ থাকবে। ক-বিভাগ ও খ-বিভাগ। ক-বিভাগের মান হবে ৬০ নম্বরের। এতে ৯টি প্রশ্ন থাকবে, শিক্ষার্থীকে ৯টি প্রশ্নের মধ্যে যে-কোন ৬টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।